যুগান্তর

তারিখ 04 MAY 2015
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে কোচিং ব্যবসার ফাঁদ

মুসতাক আহমদ

পাবলিক পরীক্ষায় ভালো ফল করানোর অজুহাতে রাজধানীর মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে কোচিং ব্যবসার ফাঁদ পাতা হচ্ছে। ক্লাসে ঠিকমতো না পড়িয়ে সব ছাত্রছাত্রীকে এই কোচিংয়ে যোগ দিতে বাধ্য করা হচ্ছে। পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের কেন্দ্র করে এই প্রক্রিয়া চললেও এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষার্থীরাও টার্গেটের বাইরে নেই। প্রতিষ্ঠানটির অসংখ্য অভিভাবক টেলিফোনে ও মোবাইল ফোনে যুগান্তরে গত কয়েকদিন ধরে এমন অভিযোগ করছেন। সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী স্কুলে শুধু 'দুর্বল' ছাত্রছাত্রীদের জন্য 'অতিরিক্ত ক্লাসের' ব্যবস্থা করা যাবে, কোচিং নয়। তবে মূল শ্রেণী-ঘণ্টার আগে বা পরে এই ক্লাসের আয়োজন করতে হবে। এতে অংশ নিতে কাউকে বাধ্য করা যাবে না।

এ ব্যাপারে জানতে চাইলে প্রতিষ্ঠানটির ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ফরহাদ হোসেন বুধবার বিকালে মোবাইল ফোনে যুগান্তরকে বলেন, 'কোচিং ক্লাস আয়োজনের ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা চলছে। এখন পর্যন্ত তা চূড়ান্ত হয়নি। কোনো নোটিশও দেয়া হয়নি। কেউ তা দেখাতে পারবে না। আর এই কোচিং প্রথা সব স্কুলেই চালু আছে। নিজ ছাত্রছাত্রীদের ভালো ফল কোন স্কুল কীভাবে করাবে তা তাদের অভ্যন্তরীণ পলিসির বিষয়। এটা গ্রহণের স্বাধীনতা রয়েছে।'

অভিভাবকরা অধ্যক্ষের কথা সমর্থন করে বলছেন, কোচিংয়ের জন্য কোনো নোটিশ দেয়া হয়নি সত্য, কিন্তু ২৫ এপ্রিল পঞ্চম শ্রেণীর অভিভাবকদের ডেকে নিয়ে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী (পিইসি) পরীক্ষা উপলক্ষে মে মাস থেকে বিশেষ কোচিং শুরুর কথা জানানো হয়েছে। এতে কোচিং ফি এক হাজার টাকা নির্ধারণ এবং বাধ্যতামূলকভাবে সবাইকে অংশ নেয়ার কথা বলা হয়েছে। কোচিং না করলেও টাকা দিতে হবে। এ বিষয়ে অধ্যক্ষ বলেন, 'আপনারা মনিপুর স্কুলের পেছনে লাগলেন কেন? এমন কোচিং ভিকারুননিসা এবং শামসুল হক খান স্কুলও করায়। ভিকারুননিসা ৪ হাজার ৮০০ আর শামসুল হক খান ২ হাজার টাকা নেয়। কই, সে নিউজ-তো আপনারা করেন না?' জানা গেছে, স্কুলের প্রধান ক্যাম্পাসসহ ৫টি শাখা রয়েছে। প্রত্যেক শাখায় আবার দুই শিফটে ৪টি থেকে সর্বোচ্চ ১০টি শাখা রয়েছে। প্রত্যেক শাখায় ৮০ থেকে ৯০ জন করে শিক্ষার্থী পড়ে। অষ্টম শ্রেণীতে আছে প্রায় অনুরূপসংখ্যক। তাদেরও জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) পরীক্ষার জন্য কোচিং বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। সেই হিসাবে এই দুই শ্রেণীর প্রায় সাত হাজার শিক্ষার্থীর কাছ থেকে স্কুল কর্তৃপক্ষ কোচিং বাবদ প্রতি মাসে আয় করবে অন্তত ৭০ লাখ টাকা। অভিভাবকরা বলছেন, সমাপনী পরীক্ষাকে সামনে রেখে তারা বছরের শুরুতেই বিভিন্ন কোচিংয়ে দিয়েছেন বাচ্চাকে। যাদের সামর্থ্য আছে তাদের অনেকে বাসায়ও টিউটর রেখেছেন। এই দুই খরচের বাইরে এখন স্কুলে ১ হাজার টাকা করে নিলে বাড়তি খরচ মেটানো তাদের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়বে। এ বিষয়ে সরাসরি প্রতিবাদ করতে না পেরে যুগান্তরে টেলিফোন করার কথা জানান শেওড়াপাড়ার কয়েকজন অভিভাবক। এ বিষয়ে জানতে চাইলে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) পরিচালক (মাধ্যমিক) অধ্যাপক মো. এলিয়াছ হোসেন বুধবার বিকালে বলেন, 'নীতিমালা অনুযায়ী কাউকে জোরপূর্বক কোচিং করানো যাবে না। এ ক্ষেত্রে দুর্বল শিক্ষার্থীদের অতিরিক্ত ক্লাসের ব্যবস্থা করার কথা রয়েছে, কোচিং নয়।' তার প্রশ্ন, একটি শ্রেণীর সব শিক্ষার্থী কী করে দুর্বল হয় যে সবাইকেই কোচিং করতে হবে। আর সবাইকে কোচিং করা লাগলে সাধারণ ক্লাসে কী পড়ানো হয়?'

উল্লেখ্য, নীতিমালা অনুযায়ী দুর্বল শিক্ষার্থীদের অতিরিক্ত ক্লাসের জন্য মেট্রোপলিটন শহরে বিষয়প্রতি ৩০০, জেলা শহরে ২০০ ও উপজেলা পর্যায়ে ১৫০ টাকা গ্রহণ করা যাবে। দরিদ্র শিক্ষার্থীদের জন্য এ হার কমাতে বা মওকুফ করতে হবে। প্রতিটি ক্লাসে সর্বোচ্চ ৪০ জন শিক্ষার্থী অংশ নিতে পারবে। কিন্তু এ নীতিমালার কোনোটিই মনিপুর স্কুল অ্যান্ড কলেজ কর্তৃপক্ষ মানছে না বলে অভিভাবকদের অভিযোগ।

এখানেই শেষ নয় : অভিভাবকদের আরও অভিযোগ, স্কুলটিকে একশ্রেণীর শিক্ষক কামধেনুতে রূপান্তর করেছেন। কামধেনুর মতোই তারা স্কুল থেকে পয়সা অর্জনের চিন্তায় ব্যস্ত।

এর প্রমাণ হিসেবে তারা বলেন, গত বছর প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত প্রতি শিক্ষার্থীর মাসিক বেতন ছিল ৯০০ টাকা। গত জানুয়ারি মাস থেকে তা বাড়িয়ে ১ হাজার ১০০ টাকা করা হয়েছে। আর ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত মাসিক বেতন ১ হাজার থেকে বাড়িয়ে ১ হাজার ২০০ টাকা করা হয়েছে। এপ্রিল মাস থেকে মাসিক পরীক্ষার ফি ১৫০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২০০ টাকা করা হয়েছে। আর অর্ধবার্ষিক ও বার্ষিক পরীক্ষার ফি ৩০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে বেতনের সমপরিমাণ করার ঘোষণা এলে অভিভাবকদের প্রতিবাদের মুখে তা কমিয়ে বেতনের অর্ধেক করা হয়েছে। এ ব্যাপারে জানতে চাইলে অধ্যক্ষ বলেন, 'মোবাইল ফোনে কোনো মন্তব্য দেব না। স্কুলে আসেন, চা খান, কথা বলেন। আমি কথা রেকর্ড করে রাখব। আপনি রেকর্ড করে নিয়ে যাবেন।' উল্লেখ্য, এসএসসিতেও এই স্কুল অতিরিক্ত ফরমপূরণ ফি নেয়। হাইকোর্টের নির্দেশনার পরও তা ফেরত না দেয়ায় শিক্ষা মন্ত্রণালয় অধ্যক্ষ ফরহাদের বিরুদ্ধে অ্যাকশন নিতে উদ্যত হলে স্কুল পরিচালনা কমিটি তাকে (ফরহাদ) সাময়িক বরখাস্ত করে তখন পরিস্থিতির সামাল দেয়। কিন্তু ক'দিন পরই তিনি স্বপদে ফিরে আসেন।